পরিব্রজন

শেখর দাস

মালাবার হিলের আলোর আভা, আর তোমার চোখের তারার কি একই প্রভা সুনয়না ভাবেজা?

তোমার কি আবেগ নেই? আছে। ভীষণভাবে আছে। গত সন্ধ্যেয় মাহিম পয়েন্টের ক্যালিপ্সো রেস্তরাঁয় ক্যান্ডেলাইটের নিবিড়তার সাক্ষ্যে কপোত-কপোতীর মূর্ছনায় কেন বলেছিলে তুমি, - কুড়ি বছর আগে যদি দেখা হত দুজনে? এতদিন কোথায় ছিলে তুমি?

এরপরই তো দেখি-যা এতটা আকস্মিক নয় আমার কাছে; তোমার আবেগে ব্যাকবে-র জলোচ্ছ্বাস।

তুমি জানো সুনয়না? সেপ্টেম্বরে এ-সময়ে এডেনের উপকূল থেকে পরিযায়ী হাওয়া ছুটে আসে তোমাদের মালাবার উপকূলে?

এমন হাওয়ার ভরসায়ই তো সহস্র বছর আগে, সুদুর পারস্য থেকে পালতোলা সমুদ্রপোতে ঊর্মিমালা চিরে, কিছু সন্ত্রস্ত পারসিক এসেছিল।যারা আজ এই খন্ডিত উপকূলের মজ্জাগত হয়ে গেছে এতদিনে। এরা সহজাত যাযাবর ছিল না কোনোদিন।

একদার গ্রাম্য বন্দর যা আজ মহানগর হল-এর বুনিয়াদ প্রোথিত করেছিল পার্সিরা- তথ্যটা সবাই জানে।

আসলে, বাতাস ও গুটিকয়েক মানুষ ভবঘুরে থেকে যায় চিরকাল। ঘরের অভিধা যে ওদের ভিন্নতর।

আমি তেমন কোনো পরিযায়ী পারসিক নই গো পশ্চিমকূলবর্তিনী। তাই মনে মনে বলা,-তুমহারী জজবাঁত তুমহে মোবারক। থ্যাঙ্কস্।

অবশ্য শব্দময় হাসিতে বললাম,-ছিলাম তো এদিক-ওদিক।

অথচ, তোমার সাথে পরিচয়ের আজ মাত্র দিবস তেতাল্লিশ। ফোনালাপ, ফোনাচার, ই-মেল এসব বাদ দাও।

তুমি তো জীবনানন্দ পড়নি 'সুনয়না আমি জানি' নামও শোনোনি। তবু, কীভাবে এমন কাব্যিক দ্যোতনায় বললে,- এতদিন কোথায় ছিলে?

বনলতা সেনের বিপরীত লিঙ্গ ও বিপরীত মেরুর আমি, তুমি জানো তা। আবেগেরও লিঙ্গ ভেদ আছে-এত সংবেদনশীল হয়েও এই সহজ বাখান বোঝো না তুমি?

আর বয়েস? বলছিলে তোমার চল্লিশ ছুঁয়েছে। আমি কত জানো? আটচল্লিশখানা শরৎ-শীত অতিষ্ঠ করেছে।

তুমি বলেছিলে,- অনুভবের কোনো বয়েস নেই।

আমি বলেছিলাম,-অনুভব যদি ইতিহাসে রূপান্তরিত না হয়, তবে এই অনুভবের মহিমাই বা কী?

তোমার উদ্‌বেল দৃষ্টি অবনত হয়েছিল তখন। ক্ষুন্ন হয়েছিলে, আমি জানি।

অথচ, আবোল-তাবোল বা ভিন্ন ব্যাঞ্জনায় বলা যায়-তোমার সাথে প্রথম সামনাসামনি পরিচয় গত সেপ্টেম্বরের এক মেঘলা প্রত্যুষে। বারবার পরিশীলিত উচ্চারণে ক্ষমা যাচ্‌ঞা করছিলে,- Please, don't mind, Please.

আমার নির্লিপ্ত প্রশ্ন,- হোয়াট ফর?

তোমার আভিজাত্যসহ আবার মার্জিত বিনয়,- আই থট্ ইট ইজ নট ওয়াইজ টু ডিস্‌টার্ব ইউ রাইট নাউ, সো...,

তোমার কথা কটা সব হৃদয়ঙ্গম করেও অযৌক্তিক বিস্ময়ে বলেছিলাম,- হোয়াই? হোয়াট ডু ইউ মীন?

চোখের পল্লব নিমীলিত হয়েছিল তোমার। তুমি বলেছিলে স্মিত হেসে , -ইয়েস, আই মীন ইট।

তোমার চোখে তখন আরব-দরিয়ার চিরনির্ভরশীল অ্যালবাট্রাস। তোমার কফি-রং চুলের উদবেলতা সমুদ্রকে পরাস্ত করেছিল সেদিন।দুই ওষ্ঠে প্রাচীনতম সেই গোলাপ পাপড়ির দাম্ভিক ঐশ্বররয, তবু খুব সলাজ-সুচারু।

ঝকঝকে দাঁত ঠোঁট ও চিবুকের তিল সহযোগে মৃদু হাসি। দৃষ্টিতে নাবিক-দোসর সেই বিশাল পাখির ডানার ভরাট ব্যাপ্তি।

সুনয়না, নারীর দলই কি পুরুষের রতিক্রিয়া ও কাব্যপ্রক্রিয়ার সর্বশেষ ইনগ্রেডিয়েন্ট?

আমি কাব্য বুঝিনা, জানো গো নারী? যে কোন ফিল্ড গানের নির্ঘোষ আমার পূর্বসূরি। সুতরাং, এতদিন কোথায় ছিলাম-সহজেই অনুমেয় সশব্দে, যাতে শুনতে পাও, (মনে -মনে বলা সব কথা তো শোনাতে নেই)তাই শোনাবার মত বলেছিলাম,- কী বলতে চাও?

তখন, আরবসাগরের জল ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে যাওয়া, চন্দ্রশেখর'স্ লিমিট-এর পূর্বাভাস নিয়ে সূর্য্য নামক তেজকে ক্রমশ ক্ষুদ্রাকার করে পুরোপুরি ভিজিয়ে দিয়েছে নোনা জলে।জলে লাল। পূব-আকাশ কৃষ্ণনীল।

এমনি আলো আছে, আলো নেই অস্থিরতায়, দক্ষিণ-পশ্চিমের মরশুমি ভেজা শ্রান্ত হাওয়ার সাথে যুগলবন্দি হলে তুমি। বললে,

- ইট ওয়াজ হাই টাইম, ইউ নো?

কপালের চুল সরিয়ে আবার বলেছিলে,-মেহতাব্ আর প্যাটেলকে সব দায়িত্ব দিয়েছিলাম। এয়ারপোর্টে কোনো অসুবিধা হয়নি, আই থিংক?

আমি চুপ। তুমি আবার বললে,-প্লিজ ফরগিভ মি। ইট ওয়াজ হাই টাইম।

মনোস্কামের সন্দর্ভ যাই হোক; বিতন্ডার অর্থহীনতা এড়িয়ে বললাম,-ওয়েল সেইড। হাই টাইম। ইয়েস, অ্যাবসোলিউটলি হাই টাইম ফর আস্।

(খ)

ক্যাফে প্যারেড এঙ্কলেভে শ্যু-শাইন-গার্ল। এমন অনেককে প্রায়ই দেখা যায়। বয়স চোদ্দ-পনেরো। এখন যে, এর হাইট পাঁচ-পাঁচ। শরীর-মহালক্সমী রেস্কোর্সের দামাল ঘোটকী। বাদবাকি সবকিছু, দেহ লেপটে, ছন্নছাড়া ধারাবী স্লাম। মহা বিপন্ন। পকেটে-পকেটে সেলফোন, স্টাডিতে কমপিউটারের অরণ্য।কিন্তু, সবার বস্ত্র পর্যাপ্ত নয় এই টিনসেল-টাউনে। রিল্যায়েন্সরা এখন বস্ত্র বানায় কম। ইনফোটেক আর পেট্রোকেমিক্যাল্সে বেশি নজর। লাভ ও খ্যাতি কোনটায় বেশি? কেবল বাটখারা আর পরিমাপ। তথাকথিত কল্যাণকামী রাষ্ট্রশক্তি মাসতুতো ভাই।এন আর আই বানায় হোটেল, মাল্টিপ্লেক্স সহ ডিজনিল্যান্ড। ইসরো বানায় এস এল ভি সহ লঞ্চিংপ্যাড। আর্মি অর্ড্যান্যান্স বানায় অ্যাম্ফিবিয়ান ট্যাঙ্ক, মারুতি বানায় দশ ধরনের আদুরে শকট।

ওই মেয়েটার বস্ত্র কে বানাবে? এখন কি সবকিছু নিরাবরন বা বিবস্ত্রীকরণের টেকনোলজি? আর অস্থির মস্তিষ্কের বাজার অর্থনীতি? সেনসেক্স,ইনডেক্স, সুদুরের ওয়াল স্ট্রিট, এখানে দালাল স্ট্রিট। সবখানেই একই কুচকাওয়াজ-হর মোর্চে মে বিল্কুল নাঙ্গা যানা হ্যায়। সিয়াসত সে তিজৌরী। কিম্বা তিজৌরী সে সিয়াসত্।

কিন্তু, মেয়েটার সদ্য-প্রতিভাত স্তনযুগলের কোলের পাশের জামার সেলাই প্রায় ফেঁসে গেছে। সুডৌল উরু ঢেকে মাত্র তিন-চার ইঞ্চি নামানো ওর জংলা-ছাপ জামা। আর, দুটো স্থানেই অসংখ্য বিঢধর বেনিয়মের ছোবল। মানুষের চোখ।

উপমহাদেশের বাইশ কোটি লোকের ক্রয় ক্ষমতার তুলনায় ই সি বা ইউরোপীয়ান কমপিউটার যে কোন দেশের ক্রেতার, ফকিরের চেয়ে কিছুটা ভালো। এদিকে বলে ডিক্রেশন চলছে। ডিক্রেশন আর ডি-ইনক্রেশন কি এক হল?

যেখানে যা খুশি হোক, এই মেয়েটার শরীর জুড়ে বস্ত্র-স্ফীতির যে বড়ই প্রয়োজন। অর্থনীতিবিদদের মুখে সেদ্ধ শাকালু, নুনবিহীন সেদ্ধ কাঁচকলা তেতো পেঁপে সহযোগে। তবেই না বুঝবে ভালো, মার্কেট ইকোনোমির হিন্টারল্যান্ডে শ্যু-শাইন-গার্লরূপী উত্তপ্ত কিশোরীর বিদীর্ণ অবস্থান।

বস্ত্র যদি এত মহার্ঘ, তো এই কিশোরির দেহে কেনো এত আহ্বানের আয়োজন?

আমি তথাকথিত হিউম্যান-স্টোরি প্রোকিউরার।

ধর্ষিত কোন কিশোরীর নিস্প্রাণ দেহ, বরফের স্লো-ডিউনে করিনা কাপুর-প্রীতি জিন্টার পেলভিক উল্লাস,সৌরভ শচীনের বেতালা ছক্কা- এ সবই আমাদের মনরঞ্জনী মুখর ‘হিট-লিস্ট’, সমান উত্তেজক।সুতরাং ক্যাফে প্যারেডের ঔজ্জ্বল্যে, এগারো লাখের শকটের পাওয়ার কন্ট্রোলড উইন্ডশিল্ড নামিয়ে,গবাক্ষ পথে গলা বাড়িয়ে ডায়নোসর সচেতনায় যখন ওকে ডাকি, এই লড়কি। শুনো। ইধর আও।

ও তখন ঘুরে তাকায়। ওর কাধেঁর ট্রের খোপে-খোপে দামি পাদুকা পালিশের উপাচার। দশ আঙ্গুলে লাল ও কালো কালির ছোপ। শরীরে সে তো মোটেই কিশোরী নেই আর। পুরুষের আদিম দাবানলসম লকলকে জিহ্বা চেটেপুটে নেবেই।

ওর দু-চোখে আগুন ও ঘৃণার বিচ্ছুরণ। বলল মরুভুমির রুক্ষতায়,- কায় ঝালে? (কি হয়েছে)

ইধর আও।

কিশোরীর মেজাজে তখন জং-ধরা খড়্গ। বলল,- খালিপিলি কাহেকাওয়াস্তে বুলাতা তুম? গান্দা আদমী। হ্যাৎ। দেবা-রে-দেবা! লাইন কা সমঝা ক্যা? রৌকড়া দিখাতা হারামী?

একমুখ থুথু ছিটিয়ে সরে গেল সর্বগ্রাসী ভিড়ে। মেট্রোপোলিস সব খায়।

বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী সবাই টিফিন-

-রেসিপি মেগাসিটির।

আর আমি? গাড়ির আদুরে সিটে নয়, ধারাবী বস্তির নিকৃষ্ট নর্দমায় তলিয়ে গেছি পুরোপুরি। এত তলায় যে মনে হয়- আনফ্যাদমিক। ভুল ধিকৃত হই। অথচ কিশোরী সম্পূর্ণ নির্দোষ। লব্ধজ্ঞান ওকে এমন এক-চক্ষু-হরিণী করেছে।

মেয়েটাকে বোঝানোর অছিলায় নিজেকে সান্তনা দিই- তোর দোষ নেই রে মেয়ে। তোর পূর্বজ্ঞান এমন রুক্ষ মরু-মরু করেছে তোকে।

আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম- এই জনপদের সবচেয়ে মূল্যবান জামা তুই পছন্দ করে নে। আমার সামর্থ্যের বাইরেও তোকে কিনে দেব। তোর এই পরিধানে- জগৎ-সংসারের যে-কোন কিশোরীকে মানায় না রে। বেমানান লাগে, বড় বেমানান। একটা আবরণীর ভীষণ প্রয়োজন তোর। এক নিরাপদ পরিধেয়।

আমার পকেটে নিস্ফল হাজার-হাজার দিনার। বেকার হয়ে গেছে।

ওকে দিতে চেয়েছিলাম-শাশ্বত, চির-নিরাপদ এক আবরণী। যা ছোট হয় না, ছেঁড়ে না কোনোদিন। শত চেষ্টায়ো টেনে খুলতে পারেনা কেউ-কঠিন বর্মের মতন পরিধেয় দেওয়ার কথা ছিল রে পাগলি। ধিক্কার দিলি! তোর দোষ নেই।কতদিকে কত মেয়ের দল কতই না অসহায়।

নিজেকে কশাঘাত করি বারবার। আমার দৃষ্টিতে কি পুরুষচক্ষু ছিল সে সময়? না, মোটেও না। তবু কলঙ্কে আজ অবগাহন।

মেট্রোপোলিসে শ্যু-শাইন গার্ল বেশি ইদানিং। একেকজন ট্রেডারের হাতে থাকে সত্তর-আশি জন কিশোরী। যাদের দেহে শরীরী জোয়ার অবাধ। এদের নিবাস – মেগাসিটির বিভিন্ন স্লামে।

প্রতিদিন এদের দেওয়া হয় জুতোর তিন রকম কালি। ব্ল্যাক, ব্রাউন, নিউট্র্যাল। এছাড়া দুধরণের লিকুয়িড পালিশ। বিভিন্ন আকারের ব্রাশ। কাপড়ের ফালি আর স্পঞ্জ। ফেট্টিবাঁধা কাঠের ট্রের মত বাক্স। ওতে ফুটরেস্ট লাগানো।

পরিধেয় দেওয়া হয়- আঁটোসাঁটো ফ্রক; বা জিনস্-টিউনিক। এদিক-ওদিক কিছু কিছু ছেঁড়া-ফোঁড়া। যাতে অনেক কিছু দৃশ্যমান হয়।

ট্রেডাররা কিশোরের চেয়ে কিশোরীদের কাজের সুযোগ দেয় বেশি। কারণ খুবই সরল। কিশোরীদের শরীর ও লিংগ-ভিন্নতা পাব্লিক-পুলার। সুতরাং, বেশি জুতোয় পালিশ পড়ে ওদের হাতে।

কিশোরীরা নগরময় ঘুরে বেড়ায়।কোথাও-কোথাও বসার নির্দিষ্ট স্থানও আছে। যেমন- রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, মন্ডি, নানান নুক্কড়, রেসকোর্স।

দৃশ্যটা এমন-

(ক) লোকটার জুতো নোংরা, বা হয়নি তেমন। কাঠের ফুটরেস্টে জুতোসহ পা রেখে বলল, - চল পালিশ মার| বিলকুল চক্কাস্ মাংতা, কিয়া?

ব্রাশ হাতে কিশোরী বলবে,-চক্কাস্ বোলে তো অর্ডিনারি ইয়া ইস্‌পিশাল সাহিব?

উত্তরে লোকটা বলল,

-স্পেশাল। চকাচক্ বনা ঝটাপট রানিমুকর্জি!
-জী সাহিব। ডবল রৌকড়া, মালুম?
-মালুম-মালুম।

ঝুকে-ঝুকে জুতোর চাকচিক্য আনায় ব্যাস্ত ভরাট কিশোরীর মধ্যবুকের খাঁজ স্পষ্ট হয়। ঘামে ভেজা সিন্থেটিক অন্তর্বাসের খাঁজ স্পষ্ট হয়| ঘামে ভেজা সিনথেটিক অন্তর্বাসের পরিসরে যাবতীয় আভাস আর পুরুষের উত্তপ্ত নজর- কিশোরীকে বিদ্ধ করে, কিন্তু সে নির্বিকার। এছাড়া উপায় নেই।

পালিশ শেষ হলে তথাকথিত দ্বিগুণ পারিশ্রমিক, এমনভাবে ক্ষিপ্ত আঙ্গুল গুঁজে দেয় ঘামার্ত বুকের খাঁজে- যেন অসাবধানতায় পড়ে গেছে। সব বুঝেও কিশোরী তুলে নেয় বিদীর্ণ পারিশ্রমিক।

বুকের খাঁজ থেকে বের করে চোখের সামনে মেলে ধরে যুগল-শ্রমের দাম। কেবল একপলক।

মুখে তেমন কিছু বলেনা। বলে লাভ নেই। খরিদ্দার চাই আরও। ট্রেডারের স্থায়ী নির্দেশ। খোলা রাজপথে দিনানুদিনের চতুর ফ্লেশট্রেডিং। কিশোরীর কোনো চাতুরী নেই। সে শিকার। শিকার চিরকালই অসহায়। উলটে ওকেই বলতে হয়,- ফির আনা জরুর, সাহিব।

(খ) পালিশ করানো খদ্দের যারা, এদের বয়সে বিবিধতা আছে। ষোলো থেকে ছেষট্টি। অবশ্য মধ্যবয়স্ক যারা, এদের সংখ্যা বেশি।

একজন শ্যু-শাইন বয়ের চেয়ে একজন মার্কামারা শ্যু-শাইন-গার্লের উপার্জন অন্তত ছয়গুণ, সঙ্গত কারণেই-।

সারা নগর জুড়ে এভাবেই প্রসারিত হয় দিনের ফটফটে আলোয়- অন্য এক আঁধার দুনিয়ার লালবাতি অঞ্চল।

খদ্দের আরোপিত বিভিন্ন নাম আছে এদের। যেমন- মাধুরী দীক্ষিত, উর্মিলা মাতোন্ডকর, রবিনা টন্ডন, করিশমা কাপুর, শিল্পা শেট্টি, আরও কত।

কখনও কিশোরীরা আরও কিছুটা বিলায়। যেমন, কোনো কোনো খদ্দের নিচুস্বরে বলে দেয় সাফসুফ,- চলেগি? গাড়ি মে আ যা।

কেউ কেউ যায়। যেতে হয়। সারাদিনের বহুমুখী শ্রান্তির পর যে পারিশ্রমিক মহাজন দেয় ওর হাতে, দিন গুজরান হয় না ওতে।

কারণ, পেছনে- সংসার নামক বিপুল বন্দরের হিন্টারল্যান্ডে অপুষ্টি, অসুখ সহ কয়েকজন খাওনদার। স্যালিয়েন্ট ফিচার বদলায় না। চিরন্তনী।

যে-কোনো পার্কিং লট্। দামি গাড়িতে কালো কাঁচ। অতএব, পেছনের সিটে আয়াসে কিশোরীদের যোনিচ্ছেদ করে মধ্যবয়স্ক পুরুষের দল।

পুরুষের শরির থেকে বেরোয় বিয়ার-সিগারেট-হালকা পারফিউমের বুদবুদ।

আর, চিৎ-শোয়া কিশোরীর দেহ নিংড়ে হালকা বাস্পের মত উত্থিত হয়- জুতার কালির গন্ধসহ অঙ্গ-জোড়া অসময়ের ঘামের বড় করুণ ঘ্রাণ।

উপমহাদেশের গুটি কয়েক মেট্রোপোলিসে দিনে দিনে নির্মিত হয়- বালিকা-কিশোরীকে শিকার ধরার বিলকুল অসংরক্ষিত অবাধ মৃগয়াভূমি, দিনের বেলায়।

দামি শকটে কৃষ্ণবর্ণ কাচ। কিছুই দেখা যায় না। যদিও পুলিশ জানে। ওরাও তেমন। অ-বর্ণিত নেক্সাস, দিনানুদিনের।

যতই আবেদন-নিবেদন, আভিজাত্য, আয়াস, হাতছানি থাকুক না কেন চারপাশে; কিশোরীর ভুল ধিক্কারে জমক-ঠমকের মায়ানগর এখন নরকপুরী। গাড়ি ছেড়ে দিই। ড্রাইভার বিস্মিত। বলল, - কিয়া বাত হ্যায় স্যার? পয়দল কাঁহা যায়েঙ্গে?

হোটেল বহুৎ দূর হ্যায়।

আমি বিরক্তির চুড়োয়। বললাম,

-কোঈ বাত নেহী। তুম যাও। তুমহারা ম্যাডাম কো বোলনা রাত কো মিলতে হ্যাঁয়।

পালাতে ইচ্ছা করে। ছুটতে ইচ্ছা করে আমার বরাদ্দের একমুঠো অ-বিতর্কিত আকাশের খোঁজে। কোথায় কোন ডামাডোলে হারাল কে জানে? কিছু-কিছু পুরুষও কত পরাধীন। আমিও।

ব্যাক্-বে, মাহিম-বে, হাজিয়ালী-ড্রাইভে নোনা বাতাস বয়। নীলে-সাদায় এক জাহাজ পোতাশ্রয় ছেড়ে চলে যায় দেশান্তরের বন্দরে।যাযাবর জাহাজের বড়ো বেশি বিদেশমুখী টান। ওটা যাবে লোহিত সাগর পেরিয়ে পোর্ট সৈয়দ।

তীব্র ঢেউয়ের অভিঘাতে, সাগর জলের কুন্ঠিত ফসফরাসে, আলোর ক্ষনস্থায়ী বিচ্ছুরণ।

লাইট-হাউসের আলোর মোচড় সাগরের আঁধার সরায়। কিন্তু আমার বা আমাদের আঁধার?

একা বসে থাকি হাজিআলির দরগায়। আজানের শব্দ ভাসে বাতাসে। এখন পশ্চিম উপকূলে মগরব্। পাথরে-পাথরে নোনা জল আছড়ায়। মহানগর এবার নিশাচরী হবে। আলো জ্বলে অজস্র।

মহানগরীর উত্তর উপকূলে ওলিফোর্টের পরম্পরাগত মহাঘন্টা অস্থির বাতাসকে খন্ড-বিখন্ড করে জানিয়ে দেয়- পশ্চিম উপকূলের এই আত্ম-বিস্মৃত ভূখন্ডে সান্ধ্যরাত অতিক্রান্ত হয়েছে একটু আগে।

(ঙ)

আমি এখন বাতানুকুল হোটেলের আটতলায়। মোহিনীকক্ষে নিরালা প্রতিক্ষা, অথচ কোন যাচ্ঞা নেই। কী-ই বা থাকবে।

যেন স্পষ্ট শুনি, সেই ক্ষিপ্ত কিশোরীর হাইডেসিবল্- মীড়-গমক্গ্রহ, দিনানুদিনের জীবন-জীবিকায় সময়ের দাবি-নামা সংক্রান্ত বিচিত্র বিজ্ঞাপন,-বুটপালিস...! হর-দিবস বুটপালিস! বাল্জী ঠাকরে বুটপালিস...! অটল্বিহারী বুটপালিস! গণপতি-বাপ্পা বুটপালিস! তেলগি-দাদা বুটপালিস! দাউদ ইব্রাহিম বুটপালিস! হরদিবস বুটপালিস...। আ-যা সাহিব বুটপালিশ...!

(চ)

কিশোরী অনবরত থু থু ছেটায়। আমার, আমাদের লোভাতুর কিংবা আত্মকেন্দ্রিকতায় নির্লিপ্তির মুখে। মুছে নেয়া যায় না, এমন ধিক্কার।

বিপণন-নগরীর লালসা কাতর, ক্ষুধা-ক্ষুধা হাওয়া ওর সবকিছু চেটেপুটে তুলে নেয়ার আপ্রাণ অপচেষ্টা চালায়।

কিন্তু, রঞ্জক-কিশোরী তখনো সিংহভাগ অক্ষত, বিবেক ও অভিরুচির অমলিন প্রাচুর্য্য নিয়ে। সব কিশোরীর আভূষণ সবাই কেড়ে নিতে পারেনা কোনোদিন-এটাই শান্তি।

পেড্ডার রোডে রাতের শকট ছোটে অবিরাম। কুইন্সনেকলেস্ এখন আলোময় হীরক্মালা। চার্চগেট স্টেশন ছেড়ে একটু আগে বেরুনো শেষ লোকাল ট্রেন হয়ত দাদর পেরিয়ে যায়। সেন্ট্রাল মুম্বই ও ভিটির প্ল্যাটফর্মে মাঝরাতের আগত ও বিগত রেলের ধ্বনি। অনেক ট্রেন ছুটে যায় মুসাফির কোলে নিয়ে। গন্তব্য- নয়ী মুম্বই।

সমুদ্রের শরীর নিয়ে ধীর হাওয়ার শালীন জলোচ্ছ্বাস।

চারধারের স্কাইলাইন-জুড়ে হিলিয়াম-বিজ্ঞাপনীর মনোহারী আস্ফালন।

হয়ত, কোনো পার্সি লোকালয়ে উদাস ম্যান্ডোলীন বাজে। কেউ শোনে অনেকে শোনে না।

আরব-দরিয়ার বুকে পোতার্ণব। ঝিলমিল আলো। জাহাজের গগণচুম্বী ফানেলে গাঢ় লাল আলো।

সাহার বিমান বন্দরের আলোয়-আলো শরীরে প্রায় আছড়ে পড়ে ল্যুফ্‌তুন্‌সা-র বিশাল বিমান। ওই উড়ান ছিল প্যান-অ্যাম এয়ারোয়েজ। গন্তব্য নিউ ইয়র্ক।

নরিম্যান-পয়েন্ট প্রায় ফাঁকা। বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড-সেন্টারের সুপার ম্যানসান। টাটা থিয়েটারের আলোর দ্যুতি এখনো প্রতীয়মান। শো শেষ।

গতপরশু আমি ও সুনয়না ওখানে সংস্কৃত নাটক দেখেছি- অভিজ্ঞান শকুন্তল। এমন অ্যাকুস্টিক ডিজাইন দেয়ালে, আলাদা মাইক্রোফোন লাগেনা।

সুনয়না আলতো ধরেছিল আমার হাত। কেন, জানি না।

আমি হোটেলে নয়, যেন খন্ডহরে বসে আছি। উত্তাপহীন নৈঃশব্দ এখন।

বিবেক নামক আগাছার পাশে অথবা, কোনো সুপ্রাচীন পরম্পরার জীবাশ্মের সন্নিকটে বসে বসে কতক্ষন আর পড়া যায়- মনোরঞ্জনী সাময়িকী? গলাধঃকরণ করা সমীচীন কি তিতিরের কষা মাংস সহযোগে নামজাদা ব্রুয়ারিস রয়াল স্যালুট আর ম্যাকডয়েলের ককটেল? আমার স্ট্রলির পেটে ভরপুর সৌখিন শপিংসহ নানান কমিক্সের সিডি ক্লিপিংস্‌। স্ক্রিন-প্লের ফাইনাল ডিটিপি কপি প্যাটেলকে সমঝে দিয়েছি। সুনয়না পরে দেখবে। মুখে কি এখনও লেগে আছে কিশোরীর থুথুবাহী তিরস্কার। বিপণীর সর্বোৎকৃষ্ট হ্যাঙ্কি এর গ্লানি মুছতে পারে না। পারতে নেই।

হাতে স্টিফেন হকিং, কুরোশাওয়া, সত্যজিতের জগাখিচুড়ি লিবিষ্টাচারে অহেতুক প্যাষ্টাইম। আর কতদিন নিজের মেধা-বুদ্ধি-প্রাজ্ঞতার প্রদর্শনের জন্য বৃথা পাঠ করা যায়?

অথবা, কোনো কিছু লেখার ছলে নিজেকে মানবিক মানবিক ভাবার হাস্যকর গিমিক করা যায়? কাজ নেই তো খৈ ভাজ- কথায় আছে।

গোলি মারো লেখার কপালে। কলম না, একটা বিপুল ঝাড়ু চাই হাজার হাজার বছরের স্তরীভূত ও রূপান্তরিত আবর্জনা সরাতে। অ্যান এক্সটেনসিভ্‌ সুইপিং। এখানে সব কিছুই বর্জ্য।

আমি সেই ঝাড়ু চাই অতি সত্বর।

মেথর ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় থাকবে না আমার। অ্যা গ্রেট সুইপার। বড়ো বেশি প্রত্যাশা।

এই সময় সুনয়না এল। ও আজ থাকব নাইন্‌থ্‌ স্যুটে। গল্প করবে অনেক রাত অব্দি। টুকটাক কাজের কথাও হবে শ্যুটিং সংক্রান্ত।

একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে দখলাম ওকে। দীর্ঘ, টান্টান শরীরের উপস্থিতিতে নিবিড় আতিথেয়তা। পরনে ফেডেড্‌ জীনস, ওপরে স্ট্রাইপ্‌ড্‌ হোয়াইট শার্ট। চুলের সমুদ্র পিঠে ছড়ানো। গলার সংক্ষিপ্ত হারের ক্ষীণকায়া লকেটে একবিন্দু জলরং হীরে। পায়ে অফ্‌ হোয়াইট কোলাপুরি। বাঁহাতের কব্জিতে রোলেক্স্‌। ডান হাতে একগাছি গুজরাটি কংগন। ঠোঁটে স্মিত হাসি।

পাশের ডিভানে আয়াসে বসে বলল,- ইকবাল বোল রহা থা, দোপহর কো তুমনে গাড়ি ছোড় দিয়া অচানক। হোয়াট ওয়াজ রঙ উইথ দ্য কার?

হাতের বইগুলো ট্রলিতে রেখে বললাম,-নাথিং রং। আই ইনটেনডেড টু রোম অন ফুট। সুনয়নার হালকা বিস্ময়। বলল,- ইন স্কর্চিং সানলাইট? কাহাঁ কাহাঁ গয়ে থে?

-কঁহী নেহী।

-কিয়া মতলব? ফির থে কাঁহা সারে দিন?

আমি বললাম,

-যুঁহী ভটক্‌তা রহা আথ্‌খা মুম্বই।

এবার মায়াময় হাসল সুনয়না। বলল,

-হোয়াট অ্যা ক্র্যাজি ম্যান। আয়াম ওয়েটিং, ইউ নো? চিন্ময়ী আস্‌ক্‌ড় ফর ইউ।

চিন্ময়ী সুনয়নার ষোলো বছরের মেয়ে। মা-বাবার ডিভোর্সের পর মার কাছেই থাকে। তখন বয়স ছিল বারোর আশপাশ, যখন বাপ দাম্পত্য-বিচ্যুত হয়।

গত দুদিন জমিয়ে গল্প করেছে। খুন্সুটি হয়েছে। গান শুনিয়েছে। নেচেছে গর্বা, ভাঙড়া, হাওয়াইন, মেক্সিকান। আমাকে দিয়ে আবৃত্তি করিয়েছে মীর-ওকি-মীর, বাহাদুর শা জাফর- রবীন্দ্রনাথ।গান গাইয়ে ছেড়েছে- সজনোয়া বৈরী হো গঈ হামার।

আমার দুকাঁধে হাত রেখে দুলে দুলে নেচেছে বল্।

অদূরে সোফায় বসে-বসে সুনয়না তৃপ্তির হাসি হসেছে, কিছুটা অন্যমনস্কতায়। চিন্ময়ী- তরবারির মতন ঝকঝকে ধারালো সুন্দর ষোড়শী। গায়ের রঙে স্ট্রবেরির নির্যাস। দারুন শখ- ওভারসিজ ফ্লাইটের এয়ার হোস্টেস হওয়ার। পড়ে ন্যান্‌সী কনভেন্টে। ভীষোণ ছটফটে। সুন্দর দু চোখে গগনব্যাপ্তির চপলতাসহ সারল্য।

আমি চুপ দেখে সুনয়না প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে বলল,- সো মুডি ইউ আর। এত উসকোখুসকো কেন?

এরও প্রতিপক্ষী জবাব না দিয়ে বললাম, জলদ গম্ভীর স্বরে,- থ্যাঙ্কস্ ফর এভরিথিং ম্যাম। আয়াম লিভিং টুমোরো।

ঠান্ডা পানীয়ের গ্লাস অবাঞ্ছিত করে বিব্রত-স্বরে সুনয়না বলল,- হোয়াই? হোয়ার?

একটু হেসে বললাম,- ফিল্‌হাল পুনে। বাদমে কাঁহা, নেহী মালুম।

সুনয়না পুরোপুরি বিপন্ন। একটু থমকালো হয়ত। তারপর সব দ্বিধা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল,- ডোন্ঠ ইউ লাইক টু মিট চিন্ময়ী ওয়ান্স্-এগেন?

আমি হালকা মাথা নেড়ে বললাম,- নো।

এবার সুনয়না পুরোপুরি বিষন্ন| বাঁ গালের কয়েকগাছি চূর্ণ চুল কানের পাশে সরিয়ে বলল, প্রায় খাঁদে নেমে যাওয়া গলায়,

-হোয়াই নট?

- নট্ মীন্‌স্ নট।

থিতিয়ে-আসা স্বরের সুনয়না উদ্ভাসিত হল পাহাড়ি বিকেলের ম্রিয়মান আলো ছুয়ে, সম্পূর্ণ উদ্‌বেলিত আবেগে বলল,- চিন্ময়ী কল্‌ড় ইউ পাপা। ইউ ফরগট্ দ্যাট? টেলমি,

সুনয়নার দু'চোখে হীরক-সম অশ্রুদানা। গাল বেয়ে থুতনিতে নামে। মোছে না।

আমি কঠিন প্রত্যয়ে বললাম,- হোয়ার? ডিড শী কাম ওভার হিয়ার টু মীট ইউ?

- ইয়াহ।

- হোয়ার? অ্যাট হোটেল?

- নো।

- দেন?

- অন দ্য স্ট্রিট রুথ্‌লেস্ রাশ, আই হেভ সীন অ্যান আদার চিন্ময়ী। হু স্পিটেড় অন আস্। অ্যান্ড উই মাস্ট নট ওয়াইপ অ্যাওয়ে হার স্পিট।

সুনয়না বিস্মিত বিনয়ে বলল,

- হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট? টেল মি প্লীজ, হোয়াট ইজ রং উইথ ইউ?

আমি ভাসা-ভাসা স্বরে বলে গেলাম,

- নাথিং, অর এভ্রিথিং ইজ রং উইথ হার।

(চ)

গোটা মহানগরীসহ হোটেল কক্ষে সময় কাটে নৈঃশব্দ্যকে সঙ্গত দিয়ে।

কার্পেটে এলানো সুচারু পায়ের পাতা সুনয়নার। নাতি দীর্ঘ পরিপাটি নখে ন্যাচারেল নেলপালিশ। গোড়ালি রক্তাভ। চোখেমুখে সারাদিনের শ্রান্তিজনিত আলাদা আকর্ষণ। চব্বিশ ঘন্টার সিংহভাগ বাতানুকুল পরিবেশে দিন-যাপন, তবু হালকা অবসাদ। দুই চোখের দীপ্তিতে কার্পণ্য নেই।

ডিভানের উল্টোদিকের বেলজিয়ান আয়নায় ওর নির্বাক অথচ ভীষণ সরব প্রতিবিম্ব। আর শরীর জুড়ে ভীষণ আয়োজন। চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই হলেও বত্রিশ-তেত্রিশের প্রতিভাস, প্রকট। দেহ উত্থিত সামুদ্রিক হাওয়া তো আছেই। চায়নাটিক সেন্টার টেবিলে অবহেলায় ফেলে-রাখা সেল-ফোনে পোল্কা-টোন অস্থির। বাজতেই থাকে। সুনয়না তোলে না।

অবহেলিত সেল-ফোন বোবা হয়ে যায়।

সুনয়না হাত রাখে আমার কাঁধে। প্রায় জোর করে ঘোরাতে চেষ্টা করে আমার শরীর। তরপর নিজেই ঘুরে মুখোমুখি হয়।

দুটো চোখ আপাত অস্থির ডানা মেলে ধরে। উড়ানে উন্মুখ দৃষ্টি। আমার চোখে অবতরন করো।

একসময় চার ওষ্ঠের প্রগাঢ় স্পর্শ। নির্যাস শুষে নেওয়ার পার্থিব আকুতি। এতে যতই মোহময়তা জমাটবদ্ধ হোক, তবু বিতর্কিত। সব বিতর্কে মন বসেনা। সুতরাং, বিচ্যুতি অকস্মাত।

এখন ওর্লির পুরাতন দুর্গে বিলম্বিত মধ্যরাত। কক্ষে মূহ্যমান সুনয়না। মুখাবয়বে ভাসা-ভাসা হাসির ম্লানতায় বঞ্চিত যাচ্ঞার অসহায়ত্ব। বলল প্রায় না-বলা স্বরে,- অ্যাজ ইউ উইশ। গুড নাইট।

বলেই সময় নিল না আর। ফিরে গেল ওর নির্দিষ্ট স্যুটে।

আমি একলা বাতায়নে। কক্ষে এসি-র শব্দ। বাইরে হালকা বাতাসের।

লাইফ-সাইজ ভারি কার্টেইন সরিয়ে দিই।

দেখা যায়- অনেকদুরে, নরিম্যান পয়েন্টের তির-তির আলোয় মেগাসিটির নিশাচরী ঘুম।

(ছ)

পাখিদের ঘুম ভেঙেছে। এখনও প্রায় অন্ধকার। ঐতিহ্য প্রিয় ইংলিশরা এমন ক্ষণকে বলে- ডন্।

সেপ্টেম্বরের শেষ। বাতাসে সামুদ্রিক আর্দ্রতা। তবে ভ্যাপসা গরম তেমন নেই।

ভাড়াটে ছোটো গাড়ি ছুটছে দূরত্ব গিলতে ফিটফাট সিক্সলেন হাইওয়ের পাঁজর চিরে।উপমহাদেশের সর্বপ্রথম বিছানো কংক্রিট সড়ক। পুনা-বোম্বে।

আমার দৃষ্টি বাইরে। গাড়ি প্রায় উড়ছে। সব গাথা পেছনে পড়ে রইল মহানগরীর বৈভব ও নিঃস্বতাসহ।

পেছনে মহানগরী অদৃশ্য। এখন গাড়ির গমন সহ্যাদ্রির টানেলে। অনেক নিচে অধিত্যকা। শিফন মেঘ। মাথার ওপর মগ্ন আকাশ।

পাহাড়-শিখরের স্তন-বৃন্তে মুখ দিয়ে, নধর সূর্য নির্যাস চোষে মাটি আর পাথরের।

জানালায় ভেজা বাতাস। রিয়ারসিটে আমি। শকটের শৌর্যে অজস্র অশ্ব-ক্ষুর।

একসময় ড্রাইভারকে বললাম,

- মধুকর।
- জী স্যার?
- কোরেগাঁও আনে সে বোলনা, ঠিক হ্যায়?
- জী স্যার। অভি ভী দোঘন্টা বাকি ঝালে। এ সি চালা দুঁ ক্যা?
- নেহি। ঠিক হ্যায়।
- মিউজিক?
- নেহি নেহি।
- আচ্ছা স্যার।
  আবার বললাম,
- মধুকর।
- জী স্যার?
- ডেক্কান-কুইন কী ক্রসিং কল্ইয়ান মে হোগা কিয়া?
- নোকো স্যার।
- ফির?
- পিম্প্ড়ি মে হোগা স্যার।
- অ।

ড্রাইভার অ্যাক্সিলেটর, ক্লাচ, ব্রেক্স, স্টিয়ারিং হুইল, ব্যাকভিউফাইন্ডারে আপাতত নিমগ্ন তপস্বী। তবু সময় কাটানোর জন্য কিছু-না-কিছু বলতে হয়, তাই বললাম,

- তুম্হারা ঘর কাঁহা হ্যায়? মুম্বই?
- নোকো স্যার। অস্লি ঘর বোলে তো নগর।
- নগর?
- জী।

মারাঠিরা আহমদনগরকে সংক্ষেপে বলে ‘নগর’। মধুকরও তেমনি।

স্পিডোমিটারে আশি-পঁচাশি। কংক্রিট সড়কে চারখানা চাকা রেডিয়াল টায়ারে টর্নেডো। এখন পঁচানব্বই।

আমার দৃষ্টি সামনের উইন্ডস্ক্রিনে। খোলা রাস্তা। পাহাড় পেরিয়ে গেছে। এখন প্রায় সমতল। দুদিকে বনানী। স্ব-মুখি, বিপরীতমুখী অজস্র শকট। পুনে-মুম্বই হাইওয়ের উদ্দামতা।

আরও পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পেরোলে পুনে। ওখানে আমার ভিন্ন আখ্যান। যা আজও নিদারুনভাবে ভাস্বর। হয়তো আজীবন।

গাড়ির ফ্রন্টহুইল টার্ন করে। রাস্তায় বাঁক।

এমন হয় বলেই আঁকা-বাঁকা নদী আর পথ-সহ গোটা একটা জীবন।

ড্রাইভার বলল একসময়,

- আপ সো যাইয়ে স্যার। কোরেগাঁও আনে সে জাগা দুঙ্গা জরুর।
- রহনে দো।
- কোরেগাঁও মে কিয়া হ্যায় স্যার?

একটু সময় নিয়ে বললাম,

- বচ্পন।

ড্রাইভার বলল,

- বহ্‌পন্‌? মতলব?
- মতলব কুছ নেহী।
- কায় সাঙ্গিতলে স্যার? কোয়কা বহ্‌পন্‌।

আবার সময় নিলাম কিছুটা। বিরোধাভাসে পরিপূর্ণ প্রত্যুত্তর দিতেই হল। বললাম,

-তামাম জিন্দেগী কা।

ড্রাইভার একপলক ঘুরে তাকালো আমার দিকে, তরপর আবার নিবিষ্ট হল গমন ও গন্তব্যে। কী বুঝল, সেই জানে। তবু বলল আবার,

- আপ সো যাইয়ে।

আমি তা করিনা। কোনোকালেই, সময়-অসময়ের ঠিক-বেঠিক নিদ্রা আমার নেই। উদগ্রীব হই- পুনে আর কত দূর?

তুচ্ছ শব্দের অনাড়ম্বরের মতো, প্রায় আর্তি, এমন উচ্চারিত স্বর কানে এল সুনয়নার, আবার,

- তুমি চিন্ময়ীর সাথে দেখা না-করে সত্যি চলে যাবে?

ওই আহ্বান এখন, বিলাসময় পান্থশালার পরিত্যক্ত কক্ষে আতুর হয়ে আছে হয়ত।

বড় তীব্রভাবে মনে হল এই প্রথমবার, চিন্ময়ীকে একবার বলে এলে ভালো হত।

গাড়ি ছুটছে নিজেকে উজাড় করে। পুনে এসে গেল প্রায়। ড্রাইভারকে বললাম,

- মধুকর, ধীমা চালাও।

-x-